ম্যানেজিং কমিটিই নিয়োগ দেবে শিক্ষক, এনটিআরসিএর সুপারিশ বন্ধ

ছবি: সংগৃহীত

বেসরকারি স্কুল-কলেজে প্রবেশ পর্যায়ের শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব আবারও প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) এখন থেকে শুধু নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে, নিয়োগের জন্য কোনো সুপারিশ করবে না।

গত ৩ আগস্ট সচিবালয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সম্মেলনকক্ষে এনটিআরসিএর কার্যক্রম নিয়ে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলনসহ মন্ত্রণালয় ও এনটিআরসিএর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘদিন এনটিআরসিএ শুধু নিবন্ধন ও প্রত্যয়নের কাজ করেছে। ২০১৫ সাল থেকে নিয়োগের সুপারিশ দেওয়ার পর বিভিন্ন জটিলতা, মামলা ও অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০০৫ সালের এনটিআরসিএ আইন অনুযায়ী সংস্থাটি কেবল নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কার্যক্রম চালাবে। ২০১৫ সালের পরিপত্রের ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশের যে ব্যবস্থা চালু ছিল, তা আর থাকবে না। ১৯তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা থেকেই উত্তীর্ণদের নিজেদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এজন্য প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

LENS ASIA

এদিকে ১৮তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৯ হাজার ৮৪২ জনকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বউদ্যোগে আবেদন করে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরিপত্র বা প্রজ্ঞাপন সংশোধন করে জারি করা হবে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১৯তম নিবন্ধন পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হবে।

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে এনটিআরসিএ শুধু শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা নিয়ে সনদ প্রদান করত। ২০১৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে নিবন্ধনধারীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগের সুপারিশ শুরু করে সংস্থাটি। এরপর থেকে মেধার ভিত্তিতে এবং ঘুষ ছাড়াই শিক্ষক নিয়োগের সুযোগ তৈরি হয় বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন। এ পর্যন্ত এনটিআরসিএ ১ লাখ ৭৭ হাজার ৫৭১ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে।